



## 5201 - এতমিরে অভভিবকত্ব গ্রহণ ও এতমিকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য পাত্রক্য

### প্রশ্ন

কসোভোর অনকে নাগরকি শরণার্থী হিসেবে আমেরিকাতে প্রবশে করছে। অনকে সময় খ্রিস্টান সংস্থাগুলো তাদরে তত্বাবধানরে দায়ত্ব নিয়ে থাকে। মুসলমি ভাইদরে কটে কটে এতমিদরে অভভিবকত্ব নতিে চান: তাদরেকে নজিদরে বাসায় নিয়ে তাদরে সাথে রাখবনে, তাদরে খাবারদাবাররে দায়ত্ব নবিনে। জনকৈ শাইখ বলনে যে, এটা হারাম, ইসলামে পালক সন্তান গ্রহণ করা জায়যে নহে। তনি মানুষকে এতমিদরে অভভিবকত্ব গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করনে না। ইসলাম কি এতমিদরেকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে; এতমিরে নাম পরবির্তন না করে? যে এতমিরে দায়ত্ব গ্রহণ করা হল সে এতমি কি অভভিবকত্ব গ্রহণকারীর শিশু হিসেবে বিচিতি হবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা ও এতমিরে অভভিবকত্ব গ্রহণ করার মাঝে বশে কিছু পাত্রক্য রয়েছে:

ক. সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা: অর্থাৎ কোন ব্যক্তি একজন এতমিকে নজিরে ঔরশজাত সন্তানরে মত করে গ্রহণ করা। সে এতমিকে ঐ ব্যক্তির ছলে হিসেবে ডাকা হবে, ঐ ব্যক্তির মাহরাম নারীগণ এই পালক পুত্ররে জন্য হালাল হবে না; পালক পতির ছলেরো হবে তার ভাই, ময়েরো হবে তার বোন, বোনরো হবে তার ফুফু এভাবে। এটি জাহলৌ যামানার প্রথা। এমনকি এ ধরণরে কিছু নাম সাহাবীদরে মাঝেও ছিল; যমেন- মকিদাদ বনি আসওয়াদ। যহেতু তার পতির নাম ছিল— আমর। কন্তি, যে ব্যক্তি তাকে ছলে হিসেবে লালনপালন করছেন তার নামে তাকে 'বনি আসওয়াদ' বলা হত।

ইসলামরে প্রথম দকিও এ প্রথা জারী ছিল। এক পর্যায়ে এক প্রসদিধ ঘটনায় আল্লাহ পালক-পুত্র গ্রহণকে হারাম করে দনে। যহেতু যায়দে বনি হারছো কে যায়দে বনি মুহাম্মদ ডাকা হত। যায়দে (রাঃ) যয়নব বনিতে জাহাশ (রাঃ) এর স্বামী ছিলনে এবং তনি তাকে তালাক দনে।

আনাস (রাঃ) থেকে বরণতি তনি বলনে: “যখন যয়নব-এর ইদ্দত পালন শেষে হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দে বনি হারছোকে বললনে: যাও; তাকে আমার বয়িরে প্রস্তাব দাও। যায়দে যখন যয়নবরে কাছে এল তখন যয়নব আটার খামরি বানাচ্ছিলনে। যায়দে বললনে: যয়নব! সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠয়িছেন তমোকে বয়িরে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য। যয়নব বললনে: আমি আমার রবরে কাছে পরামর্শ চাওয়া ব্যতীত

কোন সদ্দিধান্ত নবি না। যখন যয়নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেনে। ইত্যোবসরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে আসলেনে এবং যয়নবরে ঘরে প্রবশে করলেনে। এ ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা নাযলি করনে: “আর স্মরণ করুন, যখন আপনি সৈ ব্যক্তকি বলছেলিনে (আপনার পালকপুত্র যায়দে বনি হারছিকি বলছেলিনে) যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করছেন এবং আপনিও অনুগ্রহ করছেন ‘তোমার স্ত্রীকি রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর’। আপনি আপনার অন্তরে একটি কথা (আল্লাহর এ সদ্দিধান্তরে কথা যি, তিনি যায়দে স্ত্রী যয়নবকে আপনার স্ত্রী করে দেবেনে) লুকিয়ে রেখেছেলিনে যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছেনে। (এ ক্ষেত্রে) আপনি মানুষকে ভয় করছেলিনে (অর্থাৎ মানুষরে এ কথাকে ভয় করছেলিনে যি, মুহাম্মদ পুত্রবধুকি বয়ি করছে), অথচ আপনার ভয় করার কথা তো আল্লাহকে। অতঃপর যায়দে যখন তার সাথে (স্ত্রী যয়নবরে সাথে) সম্পর্ক ছিন্নি করল তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দলাম; যাত (ভবিষ্যতে) পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদরে সাথে সম্পর্ক ছিন্নি করলে তাদের ব্যাপারে (তাদেরকে বয়ি করতে) মুমনিদরে কোন বাধা না থাকে। আর আল্লাহর আদেশে কার্যকর হয়েই থাকে।” [সূরা আহযাব, ৩৩:৩৭] [সহি মুসলিমি (১৪২৮)]

খ. আল্লাহ তাআলা দত্তক গ্রহণ করাকে হারাম করছেন। কেননা এতে বংশপরচয়ি বলিপ্ত হয়ে যায়। অথচ আমাদেরকে বংশপরচয়ি সংরক্ষণ করার আদেশে দেওয়া হয়েছে। আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন: “যি ব্যক্তি জিনেশুনে তার পতিকি বাদ দিয়ে অন্য ব্যক্তরি পরচয়ি গ্রহণ করল সৈ কুফরি করল। যি ব্যক্তি নিজেকে এমন কোন কবলিার পরচয়ি দিয়ে যাদরে সাথে তার সম্পর্ক নই সৈ যনে জাহান্নামে তার স্থান করে নেয়।” [সহি বুখারী (৩৩১৭) ও সহি মুসলিমি (৬১)]

এখানে কুফরি করার অর্থ হল— সৈ কাফরেদরে কর্মে লপি্ত হল; এর অর্থ এটা নয় যি, সৈ ইসলাম থেকে বরে হয়ে গেলে। কারণ এ কাজরে মাধ্যমে আল্লাহ যটোকে হালাল করছেন সটোকে হারাম করা এবং আল্লাহ যটোকে হারাম করছেন সটোকে হালাল করা হয়ে থাকে।

কেননা পালক পতির ময়েদেদেরকে পোষ্যপুত্ররে জন্য হারাম করা বধৈ বিষয়কে হারাম করা; যটো আল্লাহ হারাম করনেনি। আবার পালক-পতির মৃত্যুর পর পরতিযক্ত সম্পত্তরি ভাগ নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ যা হারাম করছেন সটোকে বধৈতা দেওয়া হয়। যহেতে মরিছ বা পরতিযক্ত সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার শুধুমাত্র ঔরশজাত সন্তানদরে।

দত্তক গ্রহণ করলে পালকপুত্র ও ঔরশজাত পুত্রদরে মাঝে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ এর ফলে ঔরশজাত সন্তানদরে কিছু অধিকার নষ্ট হয়ে সটো এ এতমিরে দকি চলে যায়; যটো পাওয়ার অধিকার তার নই। তারা মন থেকে জানে যি, এ এতমি তাদের সাথে হকদার নয়।

পক্ষান্তরে, এতমিরে অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা হচ্ছ— এতমিকে নিজ সন্তান না বানয়িে নিজরে বাড়ীতে রাখা কথিবা অন্য কারো বাড়ীতে তার ভরণপোষণরে দায়িত্ব নেয়, তার জন্য এমন কিছুকে হারাম না করা; যা তার জন্য হালাল এবং এমন কিছুকে হালাল না করা; যা তার জন্য হারাম; যমেনটি ঘটে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করলে।



বরং আল্লাহ তাআলার পরে ইয়াতীমেরে অভিব্যক্তি হচ্ছনে একজন দয়ালু অনুগ্রহকারীর ভূমিকায়। তবে এতমিরে অভিব্যক্তিকে পালক-পতির সাথে তুলনা করা যাবে না; এ দুটোর মাঝে সাদৃশ্যতার ভিন্নতা থাকার কারণে এবং এতমিরে অভিব্যক্তিব গ্রহণ করার প্রতি ইসলাম উদ্ভুদ্ধ করার কারণে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারা আপনাকে ইয়াতমিদরে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন ‘তাদের পুনর্বাসনই উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।’ আল্লাহ জানেন কে অকল্যাণকারী আর কে কল্যাণকারী। আল্লাহ চাইলে (এ ব্যাপারে) তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা বাক্বারা, ২:২২০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতমিরে অভিব্যক্তিব গ্রহণকে জান্নাতে সার্বক্ষণিক তাঁর সাথে থাকার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সাহল বনি সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমি ও এতমিরে অভিব্যক্তি জান্নাতে এভাবে থাকব: তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করেন এবং আঙুলদ্বয়ের মাঝে সামান্য ফাঁকা রাখেন।” [সহিহ বুখারী (৪৯৯৮)]

তবে এ বিষয়ে খয়োল রাখা আবশ্যিক যবে, এ এতমিগণ যখনই প্রাপ্তবয়স্ক হব তখনই তাদেরকে অভিব্যক্তিরে স্ত্রী ও ময়েদেরে থেকে আলাদা রাখতে হব; যাত করে এক দকিরে কল্যাণ করতে গিয়ে অপর দকিরে অকল্যাণ না করেন। অনুরূপভাবে এ ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হব যবে, পালতি এতমি ময়ে-শিশু ও সুন্দরী হতে পারে। ফলে বালগে হওয়ার আগই ছলেদেরে কামনার পাত্র হয়ে যতে পারে। তাই অভিব্যক্তিরে দায়িত্ব হব নজিরে ছলেদেরকে চোখে চোখে রাখা; যাত করে তারা পালতি এতমিদরে সাথে কোন হারাম কর্মে লিপ্ত হতে না পারে। কারণ এ ধরণে ঘটনা কখনও কখনও ঘটতে থাকে এবং এমন অকল্যাণ ঘটায় যার সুরাহা করা করা দুর্হ।

আমরা আমাদের ভাইদেরকে এতমিদরে অভিব্যক্তিব গ্রহণ করার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছি। এতমিরে অভিব্যক্তিব গ্রহণ এমন একটা ভাল গুণ যা অতি বিরল; কেবল আল্লাহ যাদেরকে দ্বীনদারি, নকেকাজরে প্রতি ভালবাসা এবং এতমি-মসিকীনরে প্রতি সহানুভূতি দিয়েছেন তারা ব্যতীত। বিশেষতঃ কসোভো ও চচেনয়ারি ভাইয়েরো যবে সংকট ও নরিযাতনেরে মুখে রয়ছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যবে, তাদেরকে সংকট ও কঠনি পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।